সফল জননী হালিমা খাতুন পেলেন জয়ীতা পুরস্কার

মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ.(অব:) আব্দুল মালেকের স্ত্রী ও সফল তিন সন্তানের জননী মোছা: হালিমা খাতুন জেলা শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে খুলনা থেকে জয়ীতা সম্মাননা পেয়েছেন।

সম্প্রতি খুলনা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।
খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে ‘ সফল জননী’ ক্যাটাগরিতে জয়িতা মোছা: হালিমা খাতুনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

খুলনা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় আয়োাজিত বিভাগীয় পর্যায়ের ‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সৈয়দ রবিউল আলম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হোসেন আলী খন্দকার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. হাবিবুল হক খান এবং খুলনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. ইকবাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর খুলনা কার্যালয়ের উপপরিচালক নার্গিস ফাতেমা জামিন।

অনুষ্ঠানে হালিমা খাতুন সহ আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা ক্রেস্ট, সনদ ও পুরস্কারের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত, মোছা: হালিমা খাতুনের তিনটি পুত্র সন্তান। তার মধ্যে বড় ছেলে হাবিব ইশতিয়াক আহমাদ। তিনি ক্লাস ওয়ান চীফ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার (সিঙ্গাপুর)। বর্তমানে বসুন্ধরা গ্রুপের শিপিং ও লজিস্টিক কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। মেজ ছেলে ডা. হাবিব ইফতেখার আহমাদ, ও ছোট ছেলে ডা. হাবিব ইমতিয়াজ আহমাদ। দুজনই চিকিৎসক হিসেবে সুনামের সাথে কর্মজীবন পার করছেন।

অপরাধীরা এ সমাজের লোক, পুলিশের কাছে তাদের তথ্য দিতে হবে

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি অপারেশনস অ্যান্ড ক্রাইম একেএম নাহিদুল ইসলাম (বিপিএম) প্রধান অতিথির বক্তব্য বলেছেন, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার মানুষ গরু ব্যবসার সাথে জড়িত সেটা সারা বাংলাদেশের লোক জানে। চোর-ডাকাত ছিনতাইকারী ধর্ষক ভিন্ন জগতের কেউ না। তাদের আপনার আমার মত পরিবার আছে বন্ধু-বান্ধব আছে যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে করে তারা আমাদের সমাজেরই লোক।

তিনি বলেন, একসময় সন্ত্রাসীদের অভায়ারণ্য ছিল চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়ার মধ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা অন্যতম। অনেক চরমপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের পুর্নবাসন করা হয়েছিল। কেউ কেউ পরবর্তীতে ডাকাতে পরিণত হয়েছে। তারাই এই কর্মকাণ্ড করছে তাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক আছে কিন্তু আপনি জানেনও না তাদের রাতের রূপ খুবই ভয়ঙ্কর। রাতে সন্ত্রাসী দিনে কৃষিজীবী। এদের সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য দিবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ জেহালা পান হাট চত্বরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের আয়োজনে আইনশ্খৃলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা গুলো বলেন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস।

নাহিদুল ইসলাম আরো বলেন, পুলিশের উপর আমার চরম নির্দেশ হলো তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন। তথ্য দিতে গিয়ে কেউ যেন জীবননাশের হুমকি বা দৈহিক বা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। তথ্য দিতে গিয়ে কেউ যদি ভোগান্তিতে পড়ে তাহলে কেউ তথ্য দিতে এগিয়ে আসবে না। বর্তমানে দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের এখন আর তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

তিনি আরও বলেন, জনগণকে সেবা দেওয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমাদের বলা হয় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। ডাকাতির ঘটনায় যা যা করণীয় তাই তাই করা হবে। পুলিশের গাফিলতিতে একই জায়গায় পরপর ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিল না, পুলিশ ডিউটিতে থাকে, তাহলে কিভাবে ঘটনা ঘটলো। যাদের গাফিলতি আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সকল পুলিশ সদস্যদের মোটরসাইকেল আছে তাদের তেলের ব্যবস্থা করা হবে, কোন ভাবে যেন ছিনতাই-ডাকাতি না হয়।

তিনি বলেন, পুলিশের কাজ হচ্ছে দ্বিমুখী পুলিশের মাঠ পর্যায়ে যে কাজ থানা, ফাঁড়ি, ক্যাম্প, এসপি অফিস ডিআইজি অফিস সবকিছু জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমি আসামি ধরলাম কোর্টে দিলাম, বাকি কাজ কিন্তু জনগণের, জনগণের সাক্ষী দিতে হবে, অনেকেই বলে পুলিশ আসামি ধরে আবার ছাড়া পেয়ে যায়। আসামি ছাড়া পায় সাক্ষী-সাবুদ এর কারণে, কমিউনিটি পুলিশিং এর একটা স্লোগান আছে পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ।

সাধারণ নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, জনগণ তথ্য দিতে বাধ্য, তথ্য না দেওয়ার কারণে অপরাধীরা বারবার অপরাধ করে যায়। পুলিশের কাছে কোন যাদু টোনা নেই, পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে। তথ্যদাতা নাম পরিচয় গোপন রাখা পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব বলে আমি মনে করি, কোন তথ্য দাতার নাম পুলিশ বলে দিলে সে ব্যবস্থা আমরা করব, সকল পুলিশ যেন জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে এই আশা ও নির্দেশ রইল। তথ্য দিলে এলাকায় চরমপন্থীরা ডাকাতি করতে পারবে না। কোন অপরাধ হলে জনগণ অপরাধীকে আটক করতে পারেন। আসামীকে আটক করে নিকটস্থ থানা পুলিশে দেওয়া জনগণের দায়িত্ব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, গরু ব্যবসায়ী পান ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশিং এর স্লোগান পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ। এছাড়াও মুজিববর্ষে অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার।

পুলিশ সুপার বলেন, আমরা বর্তমানে জনগণের অনেক কাছে চলে এসেছি, এখন ডাকলেই জনতা পুলিশের কাছে আসে, আগেকার দিনের মতো পুলিশকে আর কেউ ঘৃণা করে না, এখন মানুষ পুলিশের কথা শোনে, পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে আসে। পুলিশের কাছে মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে। মুন্সিগঞ্জ এলাকার কার কি পেশা বা জীবিকা কি, এলাকার মানুষ ভালো করে জানেন। ডাকাতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

তিনি স্থানীয় থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি সারা রাত-দিন সাংঘাতিক রকমের টহল করলেন, ডাকাতি রোধ করতে পারলেন না, এটা কোন কাজ হতে পারেনা। বিজ্ঞানে কাজের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, চাপ ও তাপ প্রয়োগে যদি পদার্থ স্থানচ্যুত হয় তাহলে বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে কাজ বলে। আপনি সারা রাতটা টহল করলেন তার পরেও দুইটা ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেল, এটা কোন কাজ হতে পারে না, ডাকাতকে ধরতে হবে ডাকাতকে কনফার্ম ডিলিট করে দিতে হবে।

এছাড়াও তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) শামীমুর রহমান। অনুষ্ঠানে জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানসহ বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য: গত ২২ জানুয়ারি আলমডাঙ্গার বন্ডবিল মাদারহুদা সড়কে গরু ব্যবসায়ীরা ডাকাতি কবলে পড়ে। এছাড়া ২৪ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জের সোনাতনপুর-মাদারহুদা সড়কে গরু ব্যবসায়ীরা ডাকাতের কবলে পড়ে। গত ৩ মার্চ কৃষ্ণপুর গোয়ালবাড়ি সড়কে ডাকাতির কবলে পড়ে ২ গরু ব্যবসায়ী ডাকাতদলের দায়ের কোপে মারাত্মক আহত হন।

পরপর তিনটি ডাকাতির ঘটনায় গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের ব্যবসায়ী টাকা ডাকাতি করে নেয় ও মারধর করে। কয়েকটি ডাকাতির ঘটনায় খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি অপারেশনস অ্যান্ড ক্রাইম একেএম নাহিদুল ইসলাম (বিপিএম), এলাকায় উপস্থিত হয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা করেন।

গ্রাম পুলিশ আনোয়ারসহ বাকি আসামি অধরা

মেহেরপুরের বুড়িপোতায় প্রেমিক তপনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার পাঁচ দিন অতিবাহিত হলেও মুল আসামিসহ কোনও আসামিকেই আটক করতে পারেনি

গনপিটুনির শিকার হন। পর দিন দুপুরে তার মৃত্যু হয়। তার একদিন পর ময়না দদন্ত শেষে তপনের দাফন করা হয়।

কোটচাঁদপুরে আন্তর্জতিক নারী দিবস পালিত

“প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুেও নারী সমাবেশ কর্মসূচি অনুষ্টিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সমাবেশ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান শীর্ষক আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: রতন মিয়া, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সি ফিরোজা সুলতানা, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (অঃদাঃ) মেহেরুন্নেছা, পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাহাউল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী নারীদের মাঝে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া আক্তার, ডা. আদিলা আজহার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন আহমেদসহ অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এবারে ৯ মাস থেকে ১০ বছরের ৫৮ হাজার সাত জন শিশুকে হাম রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

বৃহষ্পতিবার সকালে মানব বন্ধন ও সমাবেশে নের্তৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক।

সুত্র জানায়, আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এক মানব বন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করে।

মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের উপজেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধন শেষে উপজেলা শহীদ মিনার পাদদেশে সমাবেশ করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, জাতীয় পার্টি (জেপি) জেলা সম্পাদক আব্দুল হালিম ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাছিমা খাতুনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় চাচাকে হত্যার দায়ে ভাতিজার ফাঁসির আদেশ, তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলাম হত্যা মামলায় এক আসামীকে মৃত্যুদন্ড এবং বাঁকী তিন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সাথে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী জনাকীর্ণ আদালতে আসামীদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলেন- কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দয়রাপুর এলাকার মৃত মুন্সী রেজাউল করিমের ছেলে এবং নিহত শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলামের ভাতিজা মুন্সী মো. সোহাগ (৩৫)।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীরা হলেন- কুমারখালী উপজেলার দয়রামপুর এলকার মৃত মজিবর এর ছেলে রাজু আহম্মেদ (৩৫), কোমরকান্দি এলাকার ইয়াকুব এর ছেলে রুবেল (৩৫) এবং দূর্গাপুর এলাকার হাতেম শেখের ছেলে আজাদ (৪০)।

আদালতসুত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি রাত ১টার দিকে হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলাম তার চাচাতো ভাই এর ইট ভাটার কাজ শেষে বাড়ী ফিরছিলেন। ইটভাটার দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে ভাতিজা সোহাগের সাথে বিরোধ চলে আসছিলো তার।

এজন্য মোবাইলে বিভিন্ন সময়ে ঐ শিক্ষককে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছিলো। ২৪ জানুয়ারি বাড়ী ফিরে বারান্দার গ্রিল এর তালা

খুলে উক্ত মটর সাইকেলটি বারান্দায় উঠানোর সময় একদল সন্ত্রাসীরা ডান কানের উপর দিকে মাথায় একটি গুলি ও ডান পাঁজরে একটি গুলি করে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে সন্ত্রাসীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

আহত অবস্থায় রবিউল ইসলামকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসরা তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ ঘটনায় পরদিন ২৫ জানুয়ারী নিহত রবিউল ইসলামের মা হাওয়া খাতুন অজ্ঞাতনামা আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানা পুলিশের উপন্ডপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) এসএম আরিফুর রহমান ২০১৬ সালে ৩০ এপ্রিল চারজনকে আসামী করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার রাষ্ট্র পক্ষের কৌশুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী জানান, শিক্ষক রবিউল ইসলাম হত্যার মুল পরিকল্পনাকারী তার আপন ভাজিতা মুন্সী মো. সোহাগের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় হত্যার অভিযোগ সন্দোহীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় সবোর্চ্চ শাস্তি ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সেই সাথে মামলার বাঁকী তিন আসামীকে ৩০২/৩৪ অভিযোগ সন্দোহীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ বিজ্ঞ দিয়েছেন আদালত।

মেপ্র/আরপি

মুজিবনগরে শিশু মেলা শেষ

মুজিবনগরে দু’দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত শিশু মেলা শেষে ষ্টল বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় সরকার উপপরিচালক মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: উসমান গনীর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার এলিন সাঈদ-উর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, সমাজ সেবা অফিসার আব্দুর রব প্রমুখ।

দু’দিন ব্যাপী শিশু মেলায় কেদারগন্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথম স্টল বিজয়ী হয়। মেলায় মোট ১২ টি স্টল অংশগ্রহন করে। জেলা তথ অফিস এ মেলার আয়োজন করে।

মেপ্র/ইএম